সংবাদ

তারিখ 15 NOV 2006
পৃষ্ঠা কলাম

সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষক সঙ্কট

প্রতিনিধি, পাটগ্রাম (লালমনিরহাট)

লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলার একমাত্র সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়টিতে বর্তমানে শিক্ষক-শিক্ষিকা সঙ্কট চরম আকার ধারণ করেছে। উপজেলার ৩৪টি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এটি পৌরসভার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত বলে এর গুরুত্ব অপরিসীম। গোটা উপজেলার মধ্যে বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়টির শিক্ষার মান বর্তমান শূন্যের কোঠায় যাওয়ার পথে। বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা লাভ করে ১৯৬৮ সালে এবং জাতীয়করণ করা হয় ১৯৯৫ সালে।

বুড়িমারী-ঢাকা মহাসড়কের পাশেই শহরের মধ্যে সরকারি হুজুর উদ্দিন বালিকা

দৃষ্টি পড়ে। একাডেমিক ভবনের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে শিক্ষক সঙ্কট। ফলে ছাত্রীসংখ্যা দিন দিন কমছে। প্রায় দুই যুগ ধরে শিক্ষক সঙ্কটের কারণে লেখাপড়ার মান ধরে রাখতে পারছে না। বিদ্যালয়টিতে ১৬ জন শিক্ষকের অনুমোদিত পদ থাকলেও বর্তমানে কর্মরত আছেন মাত্র ৮ জন এবং

পাটগ্রাম [redacted]

প্রক্সি শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন শাপলা ও শিউলি নামে ২ জন ডিগ্রি পাস মেয়ে।

একজন প্রতিটি পরীক্ষায় ৩য় বিভাগে পাস করেছেন। অপরজন কোন রকমে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ। সরকারিকরণের

হিসেবে কেউ যোগদান করেননি। দীর্ঘ ২ যুগে একজন মাত্র প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করে ছয় মাসের মাথায় বদলি হয়ে অন্যত্র চলে যান। বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের মধ্যে থেকে পালাক্রমে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করা হচ্ছে।

দীর্ঘদিন প্রধান শিক্ষক না থাকায় বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে চলছে বিশৃঙ্খলা। স্থবিরতা ও এসএসসি সেন্টারে টালমাটাল অবস্থা। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে একজন সিনিয়র সহকারী শিক্ষিকা থাকলেও কাজ করতে হয় সহকারি শিক্ষকদের পালাক্রমে। অন্যদিকে সহকারী শিক্ষকদের ঈর্ষণীয় আচরণের কারণে একাডেমিকভাবে ছাত্রীরা দারুণ

ছাড়াও এসএসসির মূল কেন্দ্র এ বিদ্যালয়টিতে শিক্ষক অপ্রতুলতা একটা বড় সমস্যা। প্রতি বছর কেন্দ্র সচিব হিসেবে প্রধান শিক্ষক না থাকায় সহকারী শিক্ষকদের পালাক্রমে কেন্দ্র সচিবের দায়িত্ব পালন করতে হয়।

এতে করে চলছে নকলের জন্য বিশেষ কক্ষ ছাড়াও পছন্দনীয় শিক্ষকের হল ডিউটির রমরমা ব্যবসা। প্রায় ৩০০ ছাত্রীর উন্নত শিক্ষা ভবিষ্যৎ জীবন গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। বিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে জীব বিজ্ঞান, ইংলিশ, সমাজ-বিজ্ঞান, ইসলাম ধর্ম, শরীর চর্চা শিক্ষক, প্রধান শিক্ষকসহ প্রধান হিসাবরক্ষক ও দু'জন পিয়নের পদ শূন্য রয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি কামনা করেছে